রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের নৈশভোজ ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

আনিসুর রহমানঃ আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নই। কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমার নাড়ির সম্পর্ক এ কথাটা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না। ষাট দশকে যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনগুলি তৈরি হচ্ছে তখন থেকে একটু একটু করে গড়ে উঠেছে এই সম্পর্ক! অনেক স্মৃতি বিজড়িত এই বিশ্ববিদ্যালয়। দেশ স্বাধীন হবার পর রুশ সাংস্কৃতিক দলের অনুষ্ঠান দেখেছিলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে। কিশোর বয়সে, সেই আন্তর্জাতিক মানের চোখ ধাঁধানো অনুষ্ঠান দেখে এই বিদ্যালয়টিকে কেন বিশ্ব-বিদ্যালয় বলা হয় সে সম্পর্কে একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল মনে! স্বপ্ন দেখতাম - একদিন আমিও এই বড়দের স্কুলে পড়বো। কিন্তু কপালের লিখন না যায় খণ্ডন! ছাত্র না হয়েও যদি আমার অনুভূতি এমন হয় তাহলে যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরের পর বছর লেখাপড়া করেছেন, জীবন-সাথী খুঁজে পেয়েছেন তাদের অনুভূতি কেমন হবে তা বুঝি অনুমান করাও সম্ভব নয়!

সিডনিতে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি এ্যালুমনাই এ্যাসোসিয়েশন অস্ট্রেলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১০ সালে। কেন্দ্রীয় সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক নুরুল হোসেন চৌধুরীর উপস্থিতিতে একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। পরে ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত একটি সাধারণ সভায় গঠন করা হয় দুই বছর মেয়াদী পূর্ণাঙ্গ কমিটি। সংগঠনটি এর আগে দু'টি বারবেকিউ পিকনিক এর আয়োজন করেছিলো কিন্তু নৈশভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই প্রথম। গত ৫ অক্টোবর ২০১৩ সিডনির পশ্চিম পাড়ার সাবার্ব কোয়েকার্স হিলের একটি কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত হয় এই অনুষ্ঠান।

একই দিনে বিকাল চারটায় প্যাডিংটনে চলছিলো একটি ইন্টারন্যাশনাল ডকুমেন্টারি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। সেখানে প্রদর্শিত হয়েছে একটি বাংলা ছবি "শুনতে কি পাও"। ওটা দেখে প্রায় ছুটতে ছুটতে হাজির হলাম কোয়েকার্স হিলে। এসে দেখি অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। সভাপতির স্বাগত ভাষণ শোনা হয়নি। নৈশ ভোজ চলছে। এ সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ণনা করেন জনাব বদরুল আলম খান। বাঙালি আড্ডা প্রিয় জাতি। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুষ্ঠানেও তারা কথা বলে। এ ধরনের অনুষ্ঠানে তো হৈ চৈ হবেই। তবে বক্তা এক পর্যায়ে বলতে বাধ্য হন, "আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন, একটু কম কথা বলুন"।

এর পর ছিল শর্মিলা লোধ এর নাচ। "প্রাণ চায় চক্ষু না চায়" গানটির সাথে চমৎকার নাচলো মেয়েটা। কাশফিয়া আশরাফ ট্রাক এর সাথে গাইলেন, যেতে দাও আমায় ডেকো না, মহুয়ায় জমেছে আজ মৌ গো, তোমাকে শোনাতে এ গান এবং একটি হিন্দি গান। অপূর্ব কণ্ঠ কাশফিয়ার। এর পর ছিলো শর্মিলার দ্বিতীয় নাচ। এটাও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সাথে; "মম চিত্তে নিতি নৃত্যে"। নাচের পর তার গানের ডালি নিয়ে এলেন সিডনির কোকিল কণ্ঠী নামে খ্যাত শিল্পী অমিয়া মতিন। তিনি গাইলেন, অঞ্জলি লহ মোর, ওগো আর কিছুই তো নাই, আষাঢ় শ্রাবণ মানে না তো মন, আমার বলার কিছু ছিল না। নাচ এবং গানের ফাকে ফাকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে নানা তথ্য এবং শিক্ষা, গবেষণা ও প্রগতিশীল চিন্তাধারায় যারা অবদান রেখেছেন তাদের স্মরণ করেন সর্ব জনাবা কামরুন নাহার, ফওজিয়া সুলতানা নাজলী ও সোহেলী মমতাজ।

এর পর শুরু হয় শ্রীমতী অদিতি শ্রেয়সী বড়ুয়া (পিয়া) ও জনাব সিরাজুস সালেকিন এর গানের পর্ব। তারা কখনো একক এবং কখনো দ্বৈত কণ্ঠে ১২/১৩টি গান পরিবেষণ করেন। দর্শকরা অত্যন্ত উপভোগ করেছেন তাদের গান। ঘোষিত শেষ গানটি পরিবেষণের পরেও দর্শকদের অনুরোধে আরো কয়েটি গান গেয়েছেন পিয়া ও সালেকিন। গানের সাথে তবলায় সঙ্গত করেন জনাব খন্দকার জাহিদ হাসান।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে দর্শকদের জন্য অপেক্ষা করছিল একটা মজার চমক। হঠাৎ করেই মঞ্চে এলেন সাদা অলখেল্লা পরা এক ভিনদেশী বৈরাগী। তার মাথায় লম্বা চুল, কিন্তু হাতে একতারার বদলে ট্যাম্বুরিন। বৈরাগী ট্যাম্বুরিন বাজাতে বাজাতে মঞ্চ থেকে নেমে এলেন দর্শকদের মাঝে আর সাথে সাথে তাকে ঘিরে শুরু হলো প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত নাচ। সাউন্ড সিস্টেমে তখন বেজে চলেছে - "ভাহাহাল করিয়া বাজানরে দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে"। উপস্থিত সকলের করতালি আর কলহাস্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন সুন্দরী কমলারা তখন নেচে চলেছেন এক মনে!